তারিখ 17 NOV 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

দৈনিক
আমাদের সময়

১৩তম শিক্ষক নিবন্ধনের লিখিত পরীক্ষার ফল

এনটিআরসিএ চেয়ারম্যান লাঞ্ছিত ক্ষুব্ধ নিয়োগপ্রত্যাশীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

১৩তম শিক্ষক নিবন্ধনে লিখিত পরীক্ষায় প্রত্যাশিত ফল না পেয়ে ক্ষোভ জানিয়েছেন নিয়োগপ্রত্যাশীরা। গতকাল বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ এবং ফল পুনর্মূল্যায়নসহ ৪ দফা দাবিতে চেয়ারম্যান বরাবর স্মারকলিপি দেন তারা। পরে গণহারে ফেল করার ব্যাখ্যা না দেওয়ায় প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান এএমএম আজহারকে লাঞ্ছিত করেন বিক্ষোভকারীরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে কার্যালয়ে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

স্মারকলিপিতে উপজেলাভিত্তিক ফল বাতিল করে জাতীয় মেধাভিত্তিক ফল প্রকাশ করা; উপযুক্ত প্রার্থী হিসেবে ফল প্রকাশ করে সনদ দেওয়া; ১৩তম লিখিত পরীক্ষার ফল পূর্ণ প্রকাশ না করা পর্যন্ত মৌখিক পরীক্ষা স্থগিত রাখা; ১৪তম নিবন্ধন পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ না করার এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ১

এনটিআরসিএ চেয়ারম্যান লাঞ্ছিত

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) দাবি জানান নিয়োগপ্রত্যাশীরা। এসব দাবিতে আজ বৃহস্পতিবার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করবেন তারা।

নিয়োগপ্রত্যাশীদের অভিযোগ, ১৩তম শিক্ষক নিবন্ধন লিখিত পরীক্ষায় এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শূন্য পদের বিপরীতে পাস করানো হয়েছে। এতে করে মেধাবী শিক্ষার্থীরাও ঢালাওভাবে ফেল করেছেন। মাগুরা জেলার রূপা রানী ঘোষ ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, আমি ভূগোল বিষয়ের প্রভাষক ও সহকারী শিক্ষক পদে আবেদন করি। লিখিত পরীক্ষায় পূর্ণ নম্বরের উত্তর দিলেও আমাকে ফেল করানো হয়েছে। আমার উপজেলায় কোন পদ শূন্য না থাকায় ফেল করানো হয়েছে বলে এনটিআরসিএর কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। আরেক প্রার্থী মুনিরা বলেন, সরকার বলছে মেধাবীদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেবে। অথচ এনটিআরসিএ মেধাবীদের ফেল করিয়েছে। আমার উপজেলা বা জেলায় পদ শূন্য না থাকায় ফেল করানো হয়েছে। তবে বিভাগ ও জাতীয় পর্যায়ে শূন্য পদ রয়েছে। আমাদের ফেল করানো না হলে এমপিওভুক্ত ছাড়া অন্য প্রতিষ্ঠানে আবেদন করতে পারতাম। সে সুযোগ থেকেও বঞ্চিত করা হলো। এ প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের সঙ্গে চেয়ারম্যান কথা বলতে রাজি হননি। এনটিআরসিএ সদস্য মো. হুমায়ুন কবির জানান, সারা দেশে প্রায় ১৪ হাজার পদ শূন্য রয়েছে। শূন্য পদের চেয়ে অল্পসংখ্যক বেশি পাস করানো হয়েছে। প্রকাশিত ফলে স্কুল-২ পর্যায়ে ৪৬১ জন, স্কুল পর্যায়ে ১৩ হাজার ৮৬৮ জন এবং কলেজ পর্যায়ে ৪ হাজার ৬৪৪ জনসহ মোট ১৮ হাজার ৯৭৩ জন প্রার্থী লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন।